Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 521 – 528
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দার্শনিক দৃষ্টিতে শিশুর অন্তর্লোকের রহস্যানুসন্ধান

সুমন কর
সহকারী অধ্যাপক
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গভর্মেন্ট কলেজ
Email ID : sumankar709@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Philosophical-perspective, Milieu, Loneliness, Vatsalya Rasa, Childlike-mind, Immense-depth, Forgiving-look, Humorist.

Abstract
Bibhutibhushan Mukhopadhyay contributed to the literature by correctly realizing the refined sensibility within the diverse life. Compared to the dry and tough environment of Bihar, the natural and comfortable life of rural Bengal gave the writer a promise of liberation. In the presence of his grandmother and aunt in Chatra, his childhood life gave him an opportunity to express his feelings born in the open world. In his personal life, he was able to taste the freedom of his childhood to the full. In reading the stories of Bibhutibhushan Mukhopadhyay, we discover a childlike mind within the author. In writing the story, the author has made the story sweeter by adding vatsalya rasa to the story of the child's life again and again. A child lived within the writer, who would repeatedly burst into writing with the writer's mind. There is a welcome newcomer to the world of curious children. He struggles with the child's hopes and wants to be their protector. According to the author, there remains a kind of inconsistency between governance and child care, as a result of which the child becomes mentally disabled and this disability is further aggravated in the midst of poor education. When the writer was tormented by the pain of life, he rushed to the dream world of his childhood, thus he found the kingdom of freedom and the vitality of the mind. Children reign supreme in the world of his stories. By adopting the subtlety of analyzing the character of the child, he has mentioned a new rasa by mixing humor with friendship. The image of the soft milieu of rural Bengal greatly evoked the author's childhood memories, while the memories of his youthful college life were aptly embellished and became the staple of his story. He has been constantly wandering in the world of dreams and fantasy. Loneliness is the nature of his life known as dharma; right from childhood to various stages of life-this trait has remained effective. He thought that if you can't see life in that way at different stages of age, then a lot of life is left out. He witnessed a strange experience; He believed that all the things that seem trivial in adulthood; through the eyes of childhood, wake up in him the immense depth of endless mystery. A glance at the writing features of the author reveals the presence of humor. But in order to be a self-interested humorist, it is

absolutely essential to have a sympathetic attitude towards the author's philosophy of life. The significance of the author's creation emerges only when a part of the inner mind is brought down to its intended purpose, and can be presented in literature through appropriate analysis. Along with philosophical foresight, a forgiving look at the frailties of life takes another dimension of compositional sweetness. The writer always has a child in his heart. In the context of child psychology, he has captured his nature, perfect philosophy.

Discussion

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের গল্পকার হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এক অর্থে তাঁকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক হিসাবেও চিহ্নিত করা চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাস্তবতাবোধ বিষয়টি কল্লোলপন্থী লেখকদের বড় বেশী করে প্রভাবিত করেছিল; বিশ্বাসের ভাঙন, আঘাতের নৃশংসতা, ধর্মের নামে মানুষকে আঘাত করার মতো বিষয়-ই তখন গল্পের অপরাপর দিক হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল; কিন্তু এই রীতির চিন্তা থেকে অনেকটা দূরে বিরাজ করতেন গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। লেখকের এই প্রসঙ্গে নিজের ব্যক্তি অনুভূতি বুঝে নেওয়া যাতে পারে, তিনি যখন এই গতানুগতিক জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, বার বার পড়া এক কাহিনির মত জীবন যখন নিতান্ত বিস্বাদ হয়ে উঠত, তিনি গল্পের ছবিকে কাছে ডেকে নিতেন, ধানবাদের পিতুর দ্বারস্থ হতেন। লেখকের গল্প রচনাকালে, গল্পের অন্দরে বাৎসল্য ভাবসিক্ত হাস্যরস এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের গল্পগুলি দোষমুক্ত হতে পারেনি। সর্বদাই তিনি নিজ পাতায় এই শৈশব সম্পদকে অটুট রাখতে চেয়েছেন-

> "হে ঈশ্বর, আমায় এ আশীর্বাদ দাও যেন শিশুর মতো অটুট বিস্ময়ে তোমার সৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি। ...সামান্য সামান্য জ্ঞানের আলোকে আমাদের আত্মার স্পর্ধা বাড়াইয়া আমাদের চতুর বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে।"[১]

লেখক তাঁর গল্পে এই চতুর বৃদ্ধের স্থলে সাধারণ মানুষকে স্থান দিয়েছেন। ছোটদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে কিছু শর্ত নির্ভর করে-

> "আসল কথা হল তারাই ছোটদের জন্য লিখতে পারে, যাদের নিজেদের ছোটবেলাকার চোখ দিয়ে দেখা ছেলাবেলাকার কথা মনে আছে। আবার শুধু ঘটনাগুলিকে মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে না, ছেলাবেলার দৃষ্টিখানিও চাই।"[২]

আসলে শিশুদের,

> "...দুনিয়াকে দেখবার ধরনটাই আলাদা। সে চোখ যার নেই, সে হাজারবার শিশু-সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন করতে পারে, কিন্তু শিশু-সাহিত্য রচনা করতে পারবে না।"[৩]

লেখকের নিজের অনুভবে—

> "...সমস্ত পৃথিবীটা জ্যামিতির নির্দেশ মত ক্যানেলে গেছে ভরে, ...।"[৪]

আত্মসংবরণশীল এই লেখক জীবনকে সর্বদাই নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন, আর এই নির্লিপ্ত মনোভাব-ই তাঁর জীবনাদর্শের মূল সত্য। গজেন্দ্র কুমার মিত্র জানিয়েছেন-

> "তাঁর সবকিছুই অত্যন্ত মাপা, কোথাও কোন অতিরিক্ততা নেই।"[৫]

বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে এসেছে অভিনবত্ব। বিশ শতকের এই সময়পর্বে বাংলা সাহিত্য নিজের বিষয়বস্তুর আধারে বাস্তবতার মতো অভিনবত্ব সঞ্চারিত করেছিল। শিশু-সাহিত্যিকবর্গ নিজের রচনার আধারে শিশুর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, তাদের নিজস্ব জগৎ ও আচার-আচরণের যৌক্তিকতা সন্ধানে মনোযোগী হয়েছিলেন, আর সেই সূত্রে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় শিশুর একান্ত নিজস্ব জগতের তাৎপর্য সন্ধানে মনোযোগী ছিলেন, আর সেই সূত্রে তিনি শিশুর আপাত সাধারণ বলে প্রতিফলিত আচরণের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। এরূপ অনুসন্ধান সূত্রে লেখক হয়ে উঠেছিলেন, শিশুর জগতের বাঞ্ছিত আগন্তুক। মানব জীবনের শৈশব পর্বকে তিনি শিশুর মতন দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি

শিশুমনের অন্তরমানসকে চিনে নিতে সফল হয়েছেন। অন্যদিকে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা তিনি পরিচালিত হননি, অনেকটা এই কারণেই তাঁর রচনা সকল রাজনীতির শুষ্ক-রস থেকে অনেকটাই মুক্ত। জীবনকে নির্মোহ ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখার মধ্যেই তিনি নিজের সার্থকতা অনুভব করতেন। মানবিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ তাঁর কাছে বড় সম্পদ। বিভূতিভূষণ নিজেই স্বীকার করেছেন, নিজ পরিবার-জীবনের বহু সংখ্যক শিশু-চরিত্ররাই তাঁর হাস্যকৌতুকের উৎসকে ত্বরান্বিত করেছিল। শিশুর ব্যক্তি জগৎ সর্বদাই লেখকের কাছে মূল্য পেয়েছে। শিশুর জগৎ আসলে সদাতরঙ্গায়িত রহস্য-জটিল জগৎ। শিশুমন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ভাবনাকে, এমনকি আজগুবি কল্পনাকেও অনেক বেশি সিরিয়াস ভাবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে শিশুর ব্যক্তিজীবনের এমন কার্য-কারণহীন কর্মবিধির অসঙ্গতি লক্ষ্য করে আমাদের পরিণত মন হেসে উঠতে পারে, কিন্তু শিশুর নিজের জগৎ তার কাছে এক বিরাট সমস্যা। শিশুর জগৎ মায়াময়, তারই প্রমাণ আছে 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পে; বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে রাণু হঠাৎ বড় হয়ে যায় নিজের খেলাঘরে। বাড়ির যেখানে সবাই বড়, সেখানে সে আর ছোট থাকবে না-এই তার ধারণা। খেলাঘরে বড় হতে থাকা রাণু কখন না জানি বাইরেও বড় হয়ে উঠেছিল সে তা নিজেই জানত না। রাণুর এই বড়লোকের মত অভিনয় যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল তা পরিণত-মনস্ক পাঠকের কাছেও বিস্ময়।

বিভূতিভূষণের অনেক গল্পেই আসলে, লেখকের ব্যক্তি স্মৃতির মাধ্যমে জীবন পরিক্রমার ভাবমন্হন। রচনার এহেন বৈশিষ্ট্য কেবল আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন নয়, বস্তুত: এ কৌশলে লেখক গল্পের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব সংযোগ ঘটালেন। এক্ষেত্রে শিল্পীর ঘরোয়া মনোবৃত্তির ছাপ স্পষ্ট। তাঁর গল্পের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব আত্ম-সংযোগ ও ব্যক্তিজীবনের নিবিড় সম্পর্কের যোগ স্পষ্ট। একদিকে রাণুর গল্পমালা, আর এক দিকে 'বর্ষায়' ও 'গোলাপী রেশম'-এর মত গল্পে শৈলেন চরিত্রটি সেই ধারণাই বহন করে। রাণুর মধ্যে আমরা পেয়েছি গল্পকারের নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতিরূপ, অন্যদিকে শৈলেন –এর মধ্যে পাঠক পেল; শিল্পীর নিজস্ব শৈশব ভাবনার ছবি।পূর্বেই আলোচিত হয়েছে লেখকের জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে শ্রীরামপুরের চাতরায়, বৃদ্ধা ঠাকুমার সান্নিধ্যে লেখকের জীবনে এসেছিল প্রত্যাশিত মুক্তি। সেই অবাধ মুক্তির হাত ধরে পরিণত কালের জীবন-ভাবনাকে লেখক আস্বাদন করেছেন, সেই অনুভূতি-ই শোনা যায় শৈলেনের মুখে-

> "সাত আট বছর বয়সের একটা মস্ত সুবিধে এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোনো চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া যায়।"[৬]

যে বিশেষ কৌশলে রাণু প্রবীণা গৃহকর্ত্রীতে পরিণত হয়েছিল ঠিক একই পথ ধরে শৈলেন ও নিজেকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল পনের বছরের সদ্যবিবাহিতা নয়নতারার মধ্যে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' অথবা 'বর্ষায়' গল্পের স্রষ্টা লেখককে দেখি তাঁর স্মৃতি ভাবনা মন্থর ব্যক্তি-জীবন সঞ্চরণের গভীরে উভয় গল্পের বীজকে রোপিত করেছেন। অন্যদিকে এই দুই গল্পের সূত্র ধরে আমরা জীবন-দার্শনিক কবির মন বুঝতে পেরেছি। সেই সঙ্গে লেখকের শিশু-মনোলোক চিত্রণ দক্ষতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি।

অনেক সময় কেবল শিশুর বিচিত্র সুখ-দুঃখ অনুভূতিটুকু কেবল হাস্যাস্পদ হয়ে না থেকে, এক মনস্তাত্ত্বিক সত্যে পর্যবসিত হয়। বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু মনের সেই অনুভূতিটুকু খুঁজে নিতে পেরেছিলেন গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। আর এর মধ্যে দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ শতকের ক্লান্ত পথে হারিয়ে-যাওয়া পুরাতন কালের পরিবার রসস্নিগ্ধতার শিল্পী। লেখক তাঁর সাহিত্য-কর্ম প্রসঙ্গে **১৩৬৫** সালে বাংলার সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছিলেন-

> "আমি যে বেঁচে আছি 'সাহিত্য জীবনে', তার কারণ এই যে আমাদের পরিবারটি বেশ বড়। ...যে মন বাঙলার খাস বাঙালী জীবন থেকে বৈচিত্র্য আহরণ করতে পারল না, সে এদেরই বিচিত্র জগৎ নিয়ে রইল পড়ে...।"[৭]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর রচনায় পাঠক বেশীর ভাগ সময়েই নানান স্বভাবের শিশু চরিত্রকে খুঁজে পান। শিশুর অন্তরে দেবতার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়। সাহিত্যের অতীত ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

> "বৈষ্ণব উপাসনায় কৃষ্ণ বিষ্ণুর বালগোপাল মূর্তিটিই সবার আগে উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বাল গোপালের উপাসনা আশ্রয় করেই বাৎসল্য ভক্তিরস ভারতীয় ধর্মচিন্তায় নতুন সমৃদ্ধির সূচনা করেছিল। এ ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে এবং সম্ভবত খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রাব্দীর শেষ অংশে।"[৮]

দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘদিন সহাবস্থান করার ফলে, খ্রিস্টধর্মের বাৎসল্যভক্তির উত্তাপে ব্রাহ্মণ ধর্মে শিশু কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে বাৎসল্য রস অপূর্ব ভক্তিরসে গাঢ়তা লাভ করে। কৃষ্ণ কথার সঙ্গে বিষ্ণু কথা মিলে গিয়ে তৈরি হয় কৃষ্ণ-বিষ্ণু কথা। যদিও এই সমাহারের গোড়া থেকেই কৃষ্ণ বৃত্তান্তই প্রাধান্য পেয়েছে। এরই মাঝে জগৎস্রষ্টা ও জগন্ময় শিশুর রহস্যটি লুক্কায়িত আছে। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর ধারণা একত্রিত হয়ে যাবার পরমুহূর্তে শিশু-ঈশ্বরের ধারণা স্পষ্টতা পেয়ে গেল। তবে প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দৈব-ক্ষমতারই প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

> "এখানে ভগবদগীতার কৃষ্ণের কথা অনেকের মনে উঠতে পারে। গীতায় কৃষ্ণ বীর শিশু নন, বিচক্ষণ জ্ঞানী।"[৯]

গোপশিশুরূপে শিশু-ঈশ্বরকে আমরা পরবর্তীক্ষেত্রে দেখে থাকি।

> "বিষ্ণুর সঙ্গে গোপালনের ঘনিষ্ঠ যোগ ঋকবেদেই স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।"[১০]

অপর দিকে যে গোপাল কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে, তিনি আদতে শিশু নন বরঞ্চ তাঁকে কিশোর বলা চলে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টধর্ম একসাথে অবস্থান করার ফলে যশোদা-কৃষ্ণের স্বরূপে মেরী-যীশুর স্বরূপের প্রভাব দেখা গেছে। অন্যদিকে ঋকবেদের কবিদের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা বলতে অগ্নি ও সোম-কেই বোঝায়। বৈদিক দৃষ্টিতে অগ্নি ও সোম দুই-ই মৌলিক অর্থে দৈব-শিশু। বৈদিক সাহিত্যে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই 'ইতিহাস-পুরাণ'-এর মধ্যেই শিশুর দৈব-মর্যাদার স্বরূপ লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। আদর্শবাদী দার্শনিকগন সর্বদাই শিশুর মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছেন। লেখক সর্বদাই শিশুর জগৎ সংসারে বাঞ্ছিত আগন্তুক হয়ে হাজির হয়েছেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁকে, শিশুর ন্যায় প্রকৃতি অনুভব জনিত সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রার্থনা করতে শোনা গেছে। শৈশব স্মৃতির সঙ্গে গল্পের শিশু চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে, প্রকৃতির মাঝে মুক্তির অন্বেষণ-ই ছিল লেখকের গূঢ় অভিপ্রায়; আর এই সূত্র ধরেই শিশুর অন্তরালে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হাজির করে, বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে মুক্তিতত্ত্বের নতুন সংজ্ঞা লেখক হাজির করেছেন।

গল্পকারের 'ননীচোরা' গল্পটির সূত্রে এই ভাবনার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। গল্পে বৈষ্ণব স্বভাব-সিদ্ধ বালগোপালের স্বরূপচেতনা নব তাৎপর্যে এসে হাজির হয়েছে। ধ্যানানুভূতির মধ্যে দিয়ে ঠাকুমা বাড়ীর খোকার সঙ্গে আরাধ্য বালগোপালের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন-

> "তিনি সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকাল থেকেই কট্টর আদর্শবাদী। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে তাঁর বিশ্বাসে ও ধর্মে সাহিত্যে চলাফেরা শুরু করেন।"[১১]

'ননীচোরা' গল্পে বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরস ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' গল্পের ভক্তিরস গভীরতর শিল্পকৃতিত্বে প্রায় একই স্বাদের অভিজ্ঞতা আনে। গল্পে বালক কৃষ্ণের চিত্রমাধুর্যে, শিশুটি হয়ে উঠেছে শাশুড়ির ভক্তবৎসল সংলাপে ও আচরণে, বিশ্বাসে ও ধর্মীয় মমতায় পারিবারিক দেবতার প্রতীক বোধন। পৌরাণিক ও লৌকিক তত্ত্ব নিয়ে যে গল্পসূত্র এখানে শিল্পরূপ পায়, তা শাশুড়ির মনের ধ্যানের চোখে দেখা ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। শাশুড়ির মুখে এই সূত্রে শোনা যায়-

> "যখন গোপালকে ওদিকে নিবেদন করব, খোকা তার নিজেরটি নিয়ে খেতে বসবে।"[১২]

লেখকের গল্প ভাবনায় ধরা পড়েছে বাৎসল্য রসের লৌকিক অবস্থান থেকে অলৌকিকত্বে পৌঁছে যাওয়ার ভাবনা, আর এরই মধ্যে দিয়ে আচার আচরণে খোকা ও গোপাল এক হয়ে ওঠে। এখানে শোনা যায় বাঙালী মাটির চিরন্তন গীত-

> "এদেশে কানু ছাড়া গীত নাই।"[১৩]

মানব জীবনের অন্তর মানসকে দার্শনিক দৃষ্টিতে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত শিল্পী হলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাই সাহিত্যিক প্রনয় কুমার কুন্ডু বলেছেন-

> "সমালোচকেরা তাঁকে যখন ঘরোয়া হালকা পরিবেশের ও হাসিঠাট্টার গল্পকার হিসাবে গণ্য করতে চান তাঁর উপর অন্যায় অবিচারেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।"[১৪]

গল্পের চরিত্র সকলের অন্তরে প্রবেশ করে, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাগুলিকে বিচার করে দেখাটাই লেখকের একান্ত স্বভাবধর্ম ছিল। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক প্রনয় কুমার কুণ্ডুর মতটি দেখে নেওয়া যেতে পারে-

> "তিনি মূলত একজন পথিক, জীবনের পথে পথে হেঁটে বেড়িয়েছেন, ...পথে চলার অভিজ্ঞতাতেই ভরে উঠেছে তাঁর ঝুলি এবং এই ঝুলিই হচ্ছে তাঁর রচনার সম্পদ।"[১৫]

লেখক নিজেও উপরিউক্ত মতের সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন-

> "লেখক মানুষই তো-দুর্লভ আবিষ্কারের আশায় দুনিয়া ঘেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"[১৬]

এই ঘুরে বেড়াতে গিয়েই চেনা-পরিবেশে শিশুমহলের অভ্যন্তরে যে অফুরন্ত রসভাণ্ডারের সন্ধান তিনি দিয়েছেন, তাতে পাঠক সমাজ অভিভূত। শিশু-চরিত্রের মানসিকতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি সখ্য-বাৎসল্য রসের যে বিশেষ মিশেল তিনি ঘটিয়েছেন, তাতে লেখকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রগাঢ় জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের রচনারীতির বিশেষ দিকগুলি, পরবর্তী পর্যায়ের অনেক সাহিত্যিকের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বিশ শতকের শেষার্ধের এমন-ই একজন সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষ। ছোটদের নিয়ে গভীর ভাবে ভেবেছেন তিনি। শিশু চরিত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন লেখক, শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে তাদের আত্মিক চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্রের সঙ্গে প্রাকৃতিক পশু-পাখির আন্তরিকতার সূত্রটি বড় বেশী করে চোখে পড়ে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যেমন রাণু কিংবা তুলতুলের মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বভাবসিদ্ধ বড়দের পরিপূরক ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক সেই অনুসারেই লেখক কার্তিক ঘোষ তাঁর 'একটি মেয়ে একা' নামক উপন্যাসের টুনু চরিত্রটিকে সাজিয়েছেন; এই টুনুই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সী হয়েও গ্রামের নিষ্ঠুর ব্যক্তি নগেন দত্তের বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদের সাহস দেখিয়েছে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবির রূপচিত্র এঁকেছিলেন 'কুশী প্রাঙ্গণের তীরে' রচনায়, অনেকটা সেই পথে হেঁটেই কার্তিক ঘোষ রচনা করলেন 'হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম'-কিশোর প্রাণ এখানেও প্রকৃতি সান্নিধ্যে খুঁজে পেয়েছে আত্মমুক্তির তাগিদ। বিভূতিভূষণের হাত ধরে শিশুর অন্তরলোক উদ্-ঘাটনের যে বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা কেবল বিশ শতকের চল্লিশের দশকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এই দশকের শেষলগ্নেও এই রীতির চলমানতা থেমে থাকে নি।

কল্লোল সাহিত্য-পর্বে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। এই সময়পর্বের অন্যান্য গল্পকার যেমন বনফুল, ত্রৈলোক্যনাথ, জগন্ময় মিত্র প্রমুখ যখন রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব আঙ্গিকের সূচনা করতে চলেছেন, তখন গল্পকার বিভূতিভূষণ বাংলার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সেই আঙ্গিকে থাকা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গল্পের বিষয় গড়ার কাজে হাত দিয়েছেন। শৈশবের দৃষ্টিতে দেখা পল্লীবাংলার জীবনচিত্রকে বিংশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত করেছেন। জীবনের পুতুলখেলা তিনি নিজের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর গল্পগুলিতে আছে স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারণা। সমাজ-সমালোচনার বিষয়ে, পাঠকের মনকে তিনি মানসিকভাবে বিষাক্ত না করে, পৃথক ভাবধারার আলোকে হাস্যরসাসিক্ত করে তুলেছেন। "মাটি আর মন লইয়াই দেশ...।"[১৭] 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের এই উক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। নিজের লেখনীর বৈশিষ্ট্য স্বরূপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' গল্পে তিনি লেখেন- "দেশের সমস্যা মন্থর হাওয়াটাকে একটু হালকা করাই তাঁর লেখার মিশন।"[১৮]

একান্ত চেনা মানুষগুলির মনের অন্দরে প্রবেশ করে তিনি তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের অসংলগ্নতার প্রতি তিনি তীব্র কশাঘাত আনতে কখনই রাজী ছিলেন না, বরঞ্চ অস্বস্তিপর্বে তিনি শৈশব স্মৃতির মাঝে আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে মুক্ত হতে চেয়েছেন। সূক্ষ্ম দার্শনিকতাকে সঙ্গে নিয়ে শিশু-কিশোর চরিত্রের পর্বান্তর-টিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্বভাবসিদ্ধ শৈশবকালীন চাওয়া পাওয়ার যুক্তিগ্রাহ্যতাকে তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন। লৌকিক অনুভবগম্য বিষয়ে এনেছেন অলৌকিক ভাবনার দ্যোতনা। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের ধারণায় শিশু ঈশ্বরের প্রতিরূপ, তা খুবই নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন।

সমসাময়িক লেখকেরা যখন তাঁদের নির্মম হাতে তৎকালীন জীবন, মধ্যবিত্ত সমাজকে ধিক্কারে জর্জরিত করে তুলেছেন; সেখানে দাঁড়িয়ে লেখক পাপের কথায় পঞ্চমুখ হতে পারেন নি, বরং সহমর্মী থেকে বলেছেন-"পঞ্চাশ থেকে

ষাট পঁয়ষট্টি পর্যন্ত এই পনেরো-ষোল বছর বড়ো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এত আবিলতা ঢুকে গিয়েছিল যা সামলাতে পারা যাচ্ছিল না। শুধু আবিলতাই নয়। আর একটা কথা, এই আবিলতা যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন,তাঁরা বলেছিলেন, এগুলো না লিখলে সমাজ সচেতন হতে পারবে না। অনেক শক্তিমান লেখক সেই সময় হয়েছিলেন কল্লোল যুগে। কিন্তু সর্বনেশে সাহিত্য এত ব্যবসায়িক, এত 'কমার শিয়ালাইজড', হয়ে পড়ল যে তখন যেন মনে হয় তাঁরা সমাজের কথা চিন্তা করছেন না পকেট ভরাবার জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করছেন।"[১৯] ম্যাক্সিম গোর্কির মত অনুসারে –

> "To successfully create fiction and educative literature for children we need to following: fitst, writers of talent capable of writing simply, interestingly and meaningfully; then, editors of culture, with sufficient political and literacy training, and finally, the technical facilities to guarantee timely publication and due quality of books for children."[২০]

সাধারণ ভাবে ম্যাক্সিম গোর্কির ধারণার সঙ্গে মেলবন্ধন করে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার অন্দরে শিশুর কোমল অনুভূতি-সরলতার মতো বিষয়গুলিকে বুঝে নেওয়া গেছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে স্বরূপে শিশুর মনোজগতে নিজের অবস্থানকে সক্রিয় করে তুলেছেন, তাতে অনেকাংশেই পূর্ববর্তী সাহিত্যিক-দ্বয় সুকুমার রায় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সম্পূর্ণ অন্য জগৎ নির্মাণ স্বরূপ সুকুমার রায় শিশুমনকে নবতর বিস্তৃতি দিতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুর নিমিত্তে এনেছিলেন স্বপনের এক রঙিন পরিসর। এসব থেকে অনেক দূরে স্বয়ং বিভূতিভূষণ নিজেই শিশুর আপন জগতের আগন্তুক স্বরূপে হাজির হলেন।

শিশুর মনোজগৎকে সঠিক স্বরূপে অনুধাবন করতে পারার সূত্রেই শিশু-চরিত্র অঙ্কনে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিকতা চোখে পড়ার মতো ছিল; গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে স্বয়ং লেখক যখন বলেন-

> "অন্ত পাই না এদের আনন্দলোকের। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি হয়ে গেল, এদের কথা বলবার চেষ্টা করেছি, কিছুই বলা হয় নি এখনও।"[২১]

স্নেহপূর্ণ মন নিয়েই লেখক শিশুর মনোজগৎ-কে স্পর্শ করার সাহস দেখিয়েছিলেন-

> "প্রবালে বসানো হীরার মতো দুটি দাঁতের সম্পদ নিয়ে রাঙা ঠোঁটের হাসির কাছে উত্তর জীবনের যত হাসি যেন বিবর্ণ মনে হয়।"[২২]

বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য রসের প্রস্রবণে লেখকের মনোজগৎ এতটাই অভিষিক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল যে, শিশুর অন্তর্দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি নবতর মর্যাদা লাভে সমর্থ হল। শিশুরা সরল, তাই সামান্য সহানুভূতির পরিবেশ পেলেই নিজস্ব ভাবধারাকে বিস্তৃত ভাবে উন্মোচন করতে সমর্থ হয়। লেখকের মধ্যে শিশুর গভীর আত্ম-অনুভূতি কার্যকর ছিল বলেই নিজ সত্তাকে এহেন স্বরূপে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহিত্যসাধনা-লগ্নে সম-সাময়িককালের প্রতিনিধি স্বরূপ নিজের ব্যক্তিত্বকে কিছুটা এহেন শিল্পীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করার মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনন্য।

Reference :

১. মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চৈত্র ১৪০১, 'ভূমিকা-অংশ'।

২. মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যমেলা', কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃষ্ঠা-৬৯

৩. তদেব, পৃ. ৬৯

৪. মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী' প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ২৭৩

৫. দত্ত, সরোজ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়', কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৭, পৃ. ১২

৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৭

৭. দত্ত, সরোজ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়', কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৭, পৃ. ১

৮. সেন, ড.সুকুমার, 'গল্পের গাঁটছাড়া', কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬

৯. তদেব, পৃ. ৬৫

১০. তদেব, পৃ. ৬৫

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগষ্ট ১৯৬৫, পৃ. ৩৮০

১২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ১৯৬৫, পৃ. ৩৯৯

১৪. মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী' একাদশ খণ্ড কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১২, 'ভূমিকা-অংশ', পৃ. ৬

১৫. মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী' একাদশ খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১২, 'ভূমিকা-অংশ', পৃ. ১

১৬. তদেব, 'ভূমিকা-অংশ', পৃ. ১

১৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, 'ভূমিকা অংশ'।

১৮. তদেব, 'ভূমিকা অংশ'।

১৯. রউফ আব্দুল (সম্পাদক), 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা, কলকাতা, ৪৮ তম বর্ষ ৪ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ৩৫১

২০. Gorky, Maxim, On Themes, On Literature, Moscow: Progress Publication-1933, p. 219-220.

২১. মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ৭

২২. তদেব, পৃ. ৭

Bibliography :

আকর গ্রন্থ :

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, 'গল্প পঞ্চাশৎ', কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'পোনুর চিঠি', কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ৭ ই অগ্রহায়ণ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'রাণুর প্রথম ভাগ', কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক গ্রন্হ :

গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, 'বাংলাশিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ(১৮০০-১৯০০)', কলকাতা, ডি.এম.লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

চৌধুরী, ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', কলিকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ, 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', কলকাতা, এস.পি পাবলিশিং, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

দাশ, শিশির কুমার, 'বাংলা ছোটগল্প', কলকাতা, দেশ-পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', কলিকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম পুর্নমুদ্রণ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদিশ চন্দ্র সম্পাদিত, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

মিত্র, সরোজমোহন, 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ গ্রন্হালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যমেলা', কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৮৭৯ শকাব্দ।

সেন, সুকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

সেন, ড.সুকুমার, 'গল্পের গাঁটছাড়া', কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

পত্র-পত্রিকা :

দত্ত, বিজিতকুমার (বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত), আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, সপ্তম সংখ্যা, ৭ মার্চ ১৯৯৫।

রউফ, আবদুর (সম্পাদক), চতুরঙ্গ পত্রিকা, ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, আগষ্ট সংখ্যা ১৯৮৭।